সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

শিশু-কিশোর সিরিজ

দানে বাড়ে ধন

মুফতী মাহফুজ মুসলেহ
মুদাররিস, মাদরাসা উলূমে শরীআহ
উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

সম্পাদনা
মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

শিশু-কিশোর সিরিজ **দানে বাড়ে ধন**
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.maktabatulfurqan.com
maktabfurqan@gmail.com
+৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২০ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত
প্রথম প্রকাশ : জমাদিউল আউয়াল ১৪৪১ / জানুয়ারী ২০২০
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব, নোমান আহমাদ খান
মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসেন

ISBN : 978-984-91176-6-7

মূল্য : ৳ ২০০.০০ Price : USD 10.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com

প্রকাশকের কথা

শিশুদের জন্য কোনো কিছুই যথেষ্ট মনে হয় না—না খাওয়া, না পড়া। এরা খেতে চায় না, দৌড়-ঝাপ করে খাওয়াতে হয়। এরা পড়তে চায় না, গল্প বলে বলে পড়াতে হয়। গল্প বলতে গেলে জানতে হয়। এ কাজটা এত সহজ নয়। ভূতের গল্প আর এপার-ওপারের গল্প—গাল-গল্পই বটে। সেগুলো শুনে শিশু পিটপিট করে তাকালেও তার অন্তরাত্মায় পুলকবোধ করে না। মনে হয়, সে ভিন্ন কিছু চায়। সত্তাগত যে চাহিদা, তা তো অনেকেই বুঝতে পারেন না, চান-ও না। মেয়েদের লাজুক চাহনিকে আমরাই ধীরে ধীরে নির্লজ্জ করে তুলি। আল্লাহর নাম শুনে এমনিতেই দুলে ওঠা শিশুকে বদ-দ্বীনীর কোলে রেখে আসি। তখন শিশু আর আমার শিশু থাকে না। সময়ের শিশু হয়ে ওঠে! সময়ের স্রোত খুব মারাত্মক। একবার ভেসে গেলে সাঁতরিয়ে ফের পারে ওঠা মুশকিল!

এজন্য মুসলমানদের সময়ের স্রোতে ভেসে গেলে চলে না। তাদের স্বকীয়তা ঠিক রেখেই ঈমান ও আমল বহাল রাখতে হয়। আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস সেই চৌদ্দশ বছর পুরোনো—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সঙ্গীগণ—সাহাবায়ে কেরাম। পরবর্তী কালে তাদের অনুসরণ করে তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীনগণ ও যুগে যুগে বুযুর্গানে-দ্বীন চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাদের জীবনের গল্পগুলো আমাদের উজ্জীবিত করে।

মানুষকে দান করা ছিল তাদের চরিত্রের অন্যতম একটি দিক। *দানে বাড়ে ধন* গ্রন্থটিতে তাদের দান ও বদান্যতার অসংখ্য গল্পের কয়েকটি তুলে ধরা হয়েছে। আর এ দুরূহ কাজটি করেছেন তরুণ প্রজন্মের প্রতিভাধর লেখক মুফতী মাহফুজ মুসলেহ। এদেশে শিশু-কিশোরদের নিয়ে ইসলামী সাহিত্যে খুব বেশি কাজ হয়নি। তার এ চেষ্টাকে আমরা সাদরে গ্রহণ করেছি। আশা করছি, এরকম আরও গ্রন্থ তিনি এদেশের শিশু-কিশোরদের জন্য উপহার দেবেন।

অনেকে এই সংকলন প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। কিতাবটি ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ তাআলা এই বইটির পাঠক, লেখক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

০৪ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪১ / ০১ জানুয়ারী ২০২০

অনুবাদকের কথা

বন্ধুরা, তোমরা কি জানো?
দানে হৃদয়ের প্রশস্ততা বাড়ে। দানে বিপদ কাটে। দানে ধন বাড়ে। তাই বলি, দান করো, ধনী হও। হয়তো ভাবছ, দান করে আবার ধনী হওয়া যায় নাকি? দান করলে তো পকেট খালি হয়। টিফিনের টাকাটাও কমে যায়।

না, না, দান করলে কমে না। অবশ্যই কমে না, বরং বহুগুনে বেড়ে যায়। পকেট ভরে যায়। বিপদও কেটে যায়। এই বেড়ে যাওয়াটা হয়তো আমরা দেখি না, বুঝতেও পারি না!

প্রিয় সোনামণিরা, তোমরা কি শুনতে চাও কীভাবে দানে ধন বাড়ে? নিজেরাই পড়তে চাও—কীভাবে দানে বিপদ কাটে? তাহলে চলো, *দানে বাড়ে ধন*-এর ভুবনে। এখানে আছে সব মজার মজার সত্য ঘটনা।

এ ঘটনাগুলো পড়লে তোমার মনে হবে, আরে! দান করলে তো সত্যিই বিপদ কেটে যায়। তাহলে আমি দান করছি না কেন?

এই বইয়ের গল্পগুলো শুনলে তোমার মনে হবে, আমি এতদিন দান করিনি কেন? দান করলে তো দেখছি, ধন বেড়ে যায়!

হ্যাঁ, বন্ধুরা! তোমাদের জন্যই আমরা এ বইয়ে ইতিহাসের কয়েকটি মজার গল্প একত্র করেছি। গল্পগুলো পড়ে পড়ে তোমরাও গল্পের নায়ক হয়ে উঠতে পারবে। আর যারা পড়তে পার না, আব্বু-আম্মুর কাছে গল্পগুলো শুনে শুনে তোমরাও একদিন বড় দাতা হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের তাওফীক দান করুন।

এই বইটির প্রকাশের ক্ষেত্রে *মাকতাবাতুল ফুরকান*-এর প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। আমাদের সবাইকে নেক কাজে আগে বাড়িয়ে দেন! আমীন!

মাহফুজ মুসলেহ
উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
২৬শে সফর, ১৪৪১ হিজরী

সূচিপত্র

গোপন আমল	১১
আটার খামিরা	১৫
বরকতের হার	১৯
লাভ হলো সাতশো গুণ	২৫
দান করো প্রিয় বস্তু	৩১
প্রকৃত দানশীল	৩৫
একে দশ	৪১
তিন বন্ধু	৪৭
দানের বদলা	৫১
জান্নাতের খেজুর গাছ	৬১
যার দানে হাজীরা তৃপ্ত হন	৬৯
কে পেল রাতের সাদাকা	৭৩

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ

যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান করো তবে তা ভালো; আর যদি গোপনে অভাবীদের দান করো, তবে তা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর।

▶ সূরা বাকারা, ২ : ২৭১

গোপন আমল

গভীর রাত।
চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার।
কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই।
রাতের দীর্ঘ নামায কেবলই শেষ করেছেন।
তারপর তিনি গুদামঘরের দিকে পা বাড়ালেন।
পা ফেলছেন খুব সাবধানে—অনর্থক কোনো শব্দ যেন না হয়।
গুদামঘরের তালা খুলে বড় বস্তায় পর্যাপ্ত আটা নিলেন।
আরেক বস্তায় নিলেন খেজুর।
বস্তা দুটি ভালোভাবে বেঁধে নিজ কাঁধে উঠিয়ে রওনা হলেন।

বাইরে বেরুতে গেলে বাড়ির সদর দরজা খুলতেই হবে। আর সেটি খুলতেই কড়মড় শব্দে আওয়াজ করে উঠল। মুহূর্তেই রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এ আওয়াজে বাড়ির অনেকেরেই ঘুম ভেঙে গেল।

পুরাতন বিশ্বস্ত গোলাম, সাবের, দ্রুত বিছানা ছেড়ে সদর দরজার দিকে দৌড়ে আসল। এসে যা দেখল তাতে সাবের ভড়কে গেল। একি! যা দেখছে—তা কি সত্যি, না স্বপ্ন?
ভালোভাবে চোখ কচলে সাবের আবার তাকাল।
না, সে ভুল দেখছে না। এ যে সত্যিই তার মনিব!
পিঠে তাঁর দুটি বড় বস্তা। চুপিসারে আস্তে আস্তে দরজার বাইরে পা রাখছেন।

সাবের দ্রুত সামনে এগিয়ে গেল। মনিবের সাহায্যে নিজেকে পেশ করে বলল, 'আমাকে ডাকলেই পারতেন মনিব!'

মনিব জবাব দিলেন, 'না। আমার কাজ আমাকেই করতে দাও।'

সাবের বার বার অনুরোধ করার পরেও মনিব দিতে রাজি হলেন না। বোঝাগুলো নিজেই বহন করে সামনে এগুতে লাগলেন।

একা একা মনিবকে যেতে দিতে সাবেরের মন সায় দিল না। আল্লাহ না করেন, পথে যদি কোনো বিপদ হয়, তাহলে সাবের অনেক কষ্ট পাবে। এমন মনিব কি আর সহজে পাওয়া যায়?

গোলামদের সাথে যিনি মেহমানের মতো আচরণ করেন।

ভালোবাসার চাদরে সবাইকে জড়িয়ে রাখেন।

গোলামদের সাথে এক দস্তরখানে খাবার খান।

নিজ হাতে খাদেমদের পাত্রে খাবার তুলে দেন।

আহ কি চমৎকার তাঁর ব্যবহার।...

এসব ভাবতে ভাবতে সাবের মনিব থেকে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটতে লাগল। কিছুটা কৌতূহল মেটাতে, কিছুটা মনিবের প্রতি মুহাব্বতের টানে, তাঁর পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে শহরের বাহিরে চলে এলো।

শহরের বাইরে জীর্ণশীর্ণ এক কুঠিরের সামনে মনিব থামলেন। গায়ের চাদর দিয়ে সমস্ত মুখ ঢেকে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে